64

দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষার বিস্তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সঙ্গতভাবেই সরকার শিক্ষাবিস্তারের ওপর জোর দিয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ থেকে শুরু করে সকল স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বরাদ্দও বাড়ানো হচ্ছে। এ বছরও বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষার জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে। এর পরও আশানুরূপ সাফল্য আসছে না। এ নিয়ে আমাদের পরিতাপের শেষ নেই। তবে আহাজারির চেয়ে এর কারণ তলিয়ে দেখার প্রয়োজন অনেক বেশি। কেননা, এই তলিয়ে দেখা পরিত্রাণের বা অবস্থা উন্নয়নের পথ দেখাতে পারে।

শিক্ষার সঙ্গে তার অবকাঠামোগত আয়োজনের যোগ অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয়, তার আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতির যথাযথ জোগান ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অকল্পনীয়। সীমিত সম্পদের এ দেশে এই আয়োজনে ঘাটতি থাকাই স্বাভাবিক। আছেও। আয়োজনের দীনতার একটি মাত্রা আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তবে তা সীমা ছাড়িয়ে গেলে প্রতিকারের উদ্যোগী হওয়া ছাড়া পথ নেই। চার অগাস্টের দৈনিক ইত্তেফাকে মাদারীপুর, নাটোর ও লালমনিরহাট জেলার কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শোচনীয় অবস্থার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। কোথাও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলানের অভাব, কোথাও মেরামতের অভাবে বিদ্যালয় গৃহ ব্যবহারের অযোগ্য, কোথাও বা পাঠাগার মিলনায়তন প্রভৃতি সুযোগ আর উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অনুপস্থিতি। অতসব অসুবিধা নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো সুচারুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে সক্ষম হবে, আশা করা যায় না।

অবশ্যই এর সঙ্গে সম্পদের সীমাবদ্ধতার যোগ আছে। তবে একটু যত্নশীল হলে এসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠাও অসম্ভব কিছু না। যেমন রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ সময়মত নিলে মেরামতে খুব ব্যয় হয় না। আর উদ্যোগ থাকলে সুযোগ-সুবিধাগত চাহিদা ক্রমান্বয়ে মিটিয়ে ফেলাও অসম্ভব নয়। তবে সব কিছুতেই কিছু টাকা তো লাগবেই। টাকা যে কিছুই বিদ্যালয়গুলো পায় না, তাও না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বরাদ্দ যথাযথ ব্যবহৃত হয় না বলেই এসব সমস্যার পাহাড় জমে ওঠে। বরাদ্দের অপব্যবহারও যে হয় না, এমন বলারও উপায় নেই। এদিকগুলোর প্রতি আশু নজর দেয়া দরকার। এ অবস্থার প্রতিকার না হলে শিক্ষার বিস্তার কিংবা শিক্ষার মানোন্নয়নে সাফল্যের আশা করা যায় না। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা পূরণের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্গতির অপর একটি কারণ উল্লেখ করা যায়। যেখানে আমরা চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা যথাযথ পূরণ করতে পারছি না, সে ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যক্তি ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছে। এ অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। এর সঙ্গে কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজ কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের যোগ আছে। শিক্ষার নামে এই প্রতারণা বন্ধ করা সম্ভব হলে প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানোয় আরও কিছু সম্পদ নিয়োগ করা সম্ভব হবে। আশার কথা, সরকার এ দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেছেন। আমরা আশা করবো, কমিটি তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব যোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গৃহীত হবে।

উপসংহারে আমরা আবারও বলতে চাই, শিক্ষার বিস্তার আর মানোন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততার যোগ অবিচ্ছেদ্য। জাতীয় স্বার্থেই তাই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা আর অসম্পূর্ণতা দূর করা আবশ্যিক।